যুগান্তর

তারিখ 25 MAY 2008
পৃঃ ১ কলাম ২

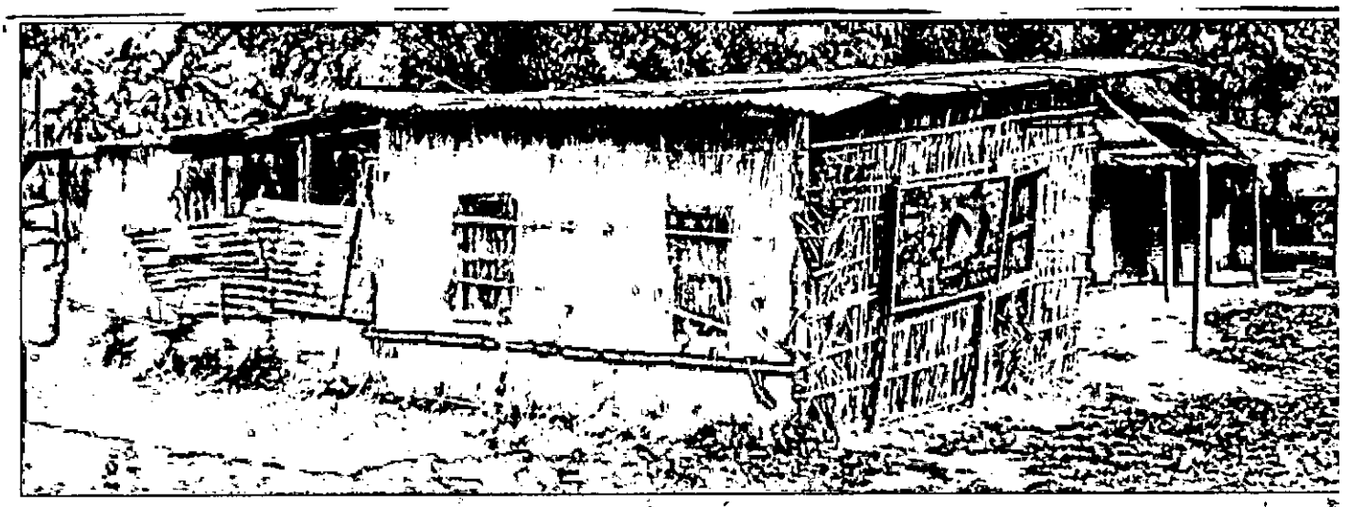

রাজশাহীর চারঘাটে মোহননগর-লক্ষীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ দশা। বর্তমানে টিনের চালা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে কোনভাবে চলছে দু'শ ছাত্রছাত্রীর পাঠদান কার্যক্রম

জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অবকাঠামো নেই • শিক্ষক সংকট • কমিটির দ্বন্দ্ব

যুগান্তর রিপোর্ট

সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। শিক্ষক ও পরিচালনা পরিষদের দ্বন্দ্বে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে ব্যাহত। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তার তদারকি না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান রক্ষা সম্ভব হচ্ছে না। অবকাঠামো উন্নয়ন না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা অনেক স্থানে জরাজীর্ণ ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। কোথাও কোথাও গাছতলায় বসেই চলছে ক্লাস। পাঠ্যবই পৌছে না সময়মতো। সিডরকবলিত এলাকায় এখনও বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো দাঁড়ায়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি, অনিয়ম, দলাদলি ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ। ফলে দিন দিন জাতির মেরুদণ্ড বলে পরিচিত শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। এসব বিষয়ে জানতে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

• আরও ছবি ও খবর পৃষ্ঠা ১৫

সিডরে বরগুনা সদর পাতাকাটা দরবার শরিফের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত পুনঃসংস্কারের পর ১৭ মে ঘূর্ণিঝড়ে আবারও ভেঙে পড়ে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : জরাজীর্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চাইলে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, বিষয়গুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সুবিধা হয়। তিনি সরাসরি আর কোন মন্তব্য করতে চাননি। আমাদের ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন বিস্তারিত।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে করুণ দশা। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যার পাশাপাশি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই গড়ে উঠছে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেক স্কুল পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। ৫ বছরে ৮০টি স্কুলের অনুমোদন নেয়া হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় বা ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে। ফলে না বাড়ছে শিক্ষার মান, না হচ্ছে শিক্ষা সমৃদ্ধ।

খুলনা ব্যুরো জানায়, ৩০ ভাগ স্কুলে শিক্ষক-পরিচালনা পর্ষদে দ্বন্দ্ব চলছে। এ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মামলা ও পাল্টা-মামলার ঘটনাও ঘটছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থী ক্রমেই কমছে।

যশোরে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজির ভালো শিক্ষক নেই। কমিউনিটি স্কুলগুলোর অবস্থা নাজুক। প্রাথমিক স্তরেই ঝরে পড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী।

বগুড়া ব্যুরো জানায়, এ অঞ্চলে শ্রেণীকক্ষের সমস্যা রয়েছে। রয়েছে শিক্ষাপোকরণ ও শিক্ষকের সংকট।

সিলেট ব্যুরো জানায়, তদারকির অভাবে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থী ড্রপআউটের সংখ্যা অত্যধিক। যোগাযোগের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী বছরে ৬ মাস স্কুলে যায় না। বিশেষ করে হাওরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। শিক্ষার্থী সংখ্যা দিন দিন কমছে।

বরিশাল ব্যুরো জানায়, সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরিশালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে খোলা আকাশের নিচে। কিছু জায়গায় সংস্কার ও নির্মাণ কাজ শুরু হলেও অর্থ বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় নগণ্য।

বরিশাল অঞ্চলের ৬ জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সব মিলিয়ে ২ হাজার ৯৪৯টি। এর সিংহভাগই সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী পরিষদ থেকে গণহারে শিক্ষানুরাগীদের বাদ দিয়ে ডিসি, টিএনওসহ কর্মকর্তাদের সভাপতির দায়িত্ব দেয়াতেই স্বাভাবিক দাফতরিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

রাজশাহী ব্যুরো জানায়, রাজশাহীর স্কুলগুলোতে অবকাঠামোগত সমস্যা প্রকট। রাজশাহী মহানগরীসহ জেলার ১৩৭টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫৬৪টি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে ক্লাসরুমের সমস্যাসহ অবকাঠামোগত সমস্যা। এসব স্কুলের কোনটিতে নিজস্ব ভবন নেই, আবার কোনটিতে থাকলেও জীর্ণশীর্ণ। এমনকি বসার জায়গা পর্যন্ত নেই।